একক ৮ ❐ প্রথানুযায়ী অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের অন্বয়গত নানা দিক

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ বাংলা বাক্যখণ্ড (Clause)

৮.৩.১ বাংলা বাক্যখণ্ড-র প্রকার

৮.৩.২ গঠন অনুসারে বাক্যখণ্ডর শ্রেণি

৮.৩.৩ বাক্যে ভূমিকা অনুসারে বাক্যখণ্ডর শ্রেণি

৮.৪ উদ্দেশ্য বিধেয় সংগঠন

৮.৪.১ উদ্দেশ্য

৮.৪.২ বিধেয়

৮.৫ সম্পূরক

৮.৫.১ সম্পূরক বাক্যখণ্ড

৮.৫.২ বাক্য যোজক

৮.৬ কারক বিভক্তি

৮.৭ সারাংশ

৮.৮ অনুশীলনী

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ্য করলে জানতে পারবেন—

- বাক্য গঠনতত্ত্ব ও বাংলা বাক্য গঠন নিয়ে নানা ধারণা উপলব্ধি করা যাবে।
- প্রথানুসারী ব্যাকরণের অন্বয়তত্ত্বের আলোচনার দিকগুলি জানা যাবে।
- বিভিন্ন পাঠ্য ব্যাকরণের বিশেষত স্কুল পাঠ্য নির্দেশমূলক ব্যাকরণের অন্বয়সংক্রান্ত আলোচনার দিকগুলি স্পষ্ট হবে।

- প্রথানুসারী ব্যাকরণ না জানলে ব্যাকরণের পরবর্তী অগ্রগতি বোঝা সম্ভব হবে না।
- প্রথানুসারী ব্যাকরণের গুণগুলি যেমন জানা যাবে তেমনি ত্রুটিগুলি সম্পর্কেও একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- এখানে প্রথানুসারী ব্যাকরণের পাশাপাশি সংগঠনমূলক (Structural), বর্ণনামূলক (Descriptive) ও ক্রিয়ামূলক (Functional) ব্যাকরণের সূত্র ও ধারণা গ্রহণ করে একটি নতুন বাংলা ব্যাকরণ তৈরি করা হয়েছে সেটি বোঝা যাবে।

৮.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষার প্রথানুসারী ব্যাকরণ নানা যুগে নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বর্তমানে বিশেষ একটি রূপ লাভ করেছে। বাক্য বিশ্লেষণের নানা দিক এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রথাগত ব্যাকরণের সূত্র ও নিয়মগুলি যথাসম্ভব যুক্তিপূর্ণভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সূত্র ও নিয়মগুলির সঙ্গে আধুনিক নানা ভাবনা চিন্তা ও তত্ত্ব যুক্ত করা হয়েছে। ফলে, প্রথানুসারী এই অভিধা থাকলেও এই ব্যাকরণে যুক্ত হয়েছে সংগঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান (Structural Linguistics), বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Descriptive Linguistics), ক্রিয়ামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Functional Linguistics) প্রভৃতি ভাষাবিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও নিয়ম। আর এই মিলিত তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা বাংলা ভাষার অন্বয় ও আন্বয়িক গঠন নিয়ে আলোচনা করব।

৮.৩ বাংলা বাক্যখণ্ড

সবচেয়ে ছোটো বাক্য তৈরি হয় একটি বাক্যখণ্ড (Clause) দিয়ে। একটি উদ্দেশ্য (Subject) আর একটি বিধেয় (Predicate) যুক্ত ব্যাকরণ সম্মত গঠনকে বাক্যখণ্ড বলা হয়। যেমন, রহিম স্কুলে যায়।

এখানে উদ্দেশ্য—রহিম। বিধেয়—স্কুলে যায়। একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় দিয়ে এই বাক্যটি গঠিত। তাই এটি একটি বাক্যখণ্ড।

সঞ্জননী ব্যাকরণে বাক্যখণ্ডর ধারণা উদ্দেশ্য বিধেয়-র সংগঠন নয়। সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় ক্রিয়াপদকে।

'Every besical verb must belongs to a separate clause.' [R. L. Trask, 1997, A students Dictionary of Language and Linguistics, p. 42]

প্রত্যেকটি প্রধান ক্রিয়া অবশ্যই আলাদা আলাদা বাক্যখণ্ড তৈরি করে। যেমন, 'সে খেয়ে গাইবে' এখানে 'সে খাবে' ও 'সে গাইবে' - এই দুটি বাক্যখণ্ড আছে। সহায়ক ক্রিয়া (Auxilary Verb) পৃথক বাক্যখণ্ড তৈরি করবে না। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে তাই বলা হয়—

"A Syntactic constitutent containing a single main verb. Technically, any part of a tree exhaustively dominated by an Srode." [Smith and Wilson : 1979 : 271]

অর্থাৎ একটি প্রধান ক্রিয়া আছে এমন আন্বয়িক উপাদানের গঠন হল—একটি বাক্যখণ্ড। বাক্য চিহ্নিত একটি গঠনে যে-কোনো অংশই বাক্যখণ্ড বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, 'রাম বাড়ি যায়'—একটি বাক্যখণ্ড। আবার যদি বলা হয়—'রাম যায়', 'যায়', 'বাড়ি যায়', 'বাড়ি', 'রাম'—তাহলে এর প্রত্যেকটি বাক্যখণ্ড বলে গ্রহণ করা হবে। কথাবার্তা বলার সময় এ ধরনের বাক্যখণ্ড আমরা ব্যবহার করে থাকি। যেমন,

কে যায় ? — রাম বা রাম যায় [= রাম বাড়ি যায়]

কোথায় যায় ?—বাড়ি যায় বা বাড়ি [= রাম বাড়ি যায়]

অর্থাৎ, যায় ক্রিয়া দ্বারা গঠিত এই আন্বয়িক গঠনটি একটি বাক্যখণ্ড।

৮.৩.১ বাক্যখণ্ড-র প্রকার

বাক্যে ব্যবহার অনুসারে দুধরনের বাক্যখণ্ড পাওয়া যায় —

১. অধীন বাক্যখণ্ড (Subordinate Clause) এবং

২. স্বাধীন বাক্যখণ্ড (Main Clause)

একটি বাক্যে এক বা একের বেশি বাক্যখণ্ড থাকতে পারে। একটি বাক্যে যদি একটিমাত্র বাক্যখণ্ড থাকে তবে সে বাক্যখণ্ড অবশ্যই স্বাধীন বাক্যখণ্ড। বাক্যে একাধিক বাক্যখণ্ড থাকলে সবগুলিই স্বাধীন বাক্যখণ্ড হতে পারে। কিন্তু সবগুলিই অধীন বাক্যখণ্ড হবে না। অন্ততপক্ষে একটি বাক্যখণ্ডকে স্বাধীন বাক্যখণ্ড হতে হবে। যে বাক্যখণ্ড একাই একটি বাক্য তৈরি করে তাকে স্বাধীন বাক্যখণ্ড বলে। একটি দীর্ঘ বাক্যে অর্থাৎ একাধিক বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্যে যে বাক্যখণ্ডটি স্বাধীন বাক্যখন্ডের ওপর নির্ভর করে তাকে অধীন বাক্যখণ্ড বলে। যেমন,

সে বলল	[স্বাধীন বাক্যখণ্ড]	=	একটি বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্য।
সে বলল যে	সে যাবে না	=	একাধিক বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্য।
অধীন বাক্যখণ্ড	স্বাধীন বাক্যখণ্ড		

সে বলল এবং	সে গাইল	=	একাধিক বাক্যখণ্ড যুক্ত বাক্য।
স্বাধীন বাক্যখণ্ড	স্বাধীন বাক্যখণ্ড		

৮.৩.২ গঠন অনুসারে বাক্যখণ্ডর শ্রেণি

গঠন অনুসারে বাক্যগুলিকে প্রধান তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ফ্লোর আর্টস ও জন আর্টস এই তিনটি শ্রেণিকে নিম্নলিখিত রূপে দেখান [Flor Aarts & Jan Aarts, 1982,, English Syntactic Structures. pp., 79-98]।

১. সমাপিকা বাক্যখণ্ড (Finite Clause)

২. অসমাপিকা বাক্যখণ্ড (Non-finite Clause)

৩. ক্রিয়াহীন বাক্যখণ্ড (Verbless Clause)

এক এক করে এই বাক্যখণ্ডগুলির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

সমাপিকা বাক্যখন্ডে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। যেমন, আমি জানি। সে গান গাইছে। তারা গেল। সে তাকে দেখল। ইত্যাদি।

অ-সমাপিকা বাক্যখন্ডে অ-সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। বাংলা ভাষায় ইয়া>এ, ইতে>তে, ইলে>লে জাতীয় অসমাপিকা ব্যবহৃত হবে। যেমন,

সে কাজটা করে [করিয়া > করে] খেতে গেল।

আমি ধমকাতে [ধমকাইতে > ধমকাতে] সে থামল।

সে ওখানে গেলে [যাইলে > গেলে] আমি নিশ্চিত হলাম।

ক্রিয়াহীন বাক্যখন্ডে কোনো ক্রিয়ারূপ (Verb form) ব্যবহৃত হয় না। এখানে 'হয়' ক্রিয়ার বিলোপন ঘটে থাকে। যেমন—

তুমি চালাক = তুমি হও চালাক

মূল ক্রিয়ারূপটিও বাদ যেতে পারে। নীচের উদাহরণে 'রয়েছে' জাতীয় ক্রিয়াপদের বিলোপন ঘটেছে।

বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত আর লোকেরা খেলা দেখায় মগ্ন।

একটি বাক্য অনেক সময় বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ হয়ে যায়। ক্রিয়াপদটি তখন ক্রিয়াবিশেষ্য পরিণত হয়।

তার গান গাওয়া সে পছন্দ করল না। [গা + আ = গাওয়া (ক্রিয়া বিশেষ্য)] শেষেরটি ক্রিয়াহীন বাক্যখণ্ড-র অন্তর্গত না রেখে আমরা বাক্যখণ্ডর চতুর্থ একটি শ্রেণি তৈরি করতে পারি। ফলে গঠন অনুসারে চার ধরনের বাক্যখণ্ড পাব। এগুলি হল—

১. সমাপিকা বাক্যখণ্ড ২. অসমাপিকা বাক্যখণ্ড ৩. ক্রিয়াহীন বাক্যখণ্ড এবং ৪. বিশেষ্যধর্মী বাক্যখণ্ড

৮.৩.৩ বাক্যে ভূমিকা অনুসারে বাক্যখণ্ডর শ্রেণি

বাক্যের মধ্যে বাক্যখণ্ডগুলির ভূমিকা অনুসারে নানা শ্রেণি হতে পারে বলে ফ্লোর আর্টস ও জন আর্টস [1982] জানিয়েছেন। বাংলা বাক্যখণ্ডগুলি এই নানা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে দেখানো হল।

ক. **কর্তাধর্মীখণ্ড** (Subject Clause) সমাপিকা, অসমাপিকা যে-কোনো ধরনের বাক্যখণ্ডই কর্তাধর্মী বাক্যখণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যথা,

বিছানায় বসে খাওয়া আমার দু চোখের বিষ।

এখানে অসমাপিকা বাক্যখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. **মুখ্য কর্ম-খণ্ড** (Direct Object Clause) — মুখ্য কর্মকে গুরুত্ব দিচ্ছে এই ধরনের বাক্যখণ্ড সমাপিকা, অসমাপিকা উভয় প্রকারেরই হতে পারে। সমাপিকা বাক্যখণ্ড যথা—

তার বাবা পন্ডিত জানতাম না।

গ. গৌণ-কর্মখণ্ড (Indirect Object Clause) — গৌণ কর্মখণ্ড সমাপিকা-অসমাপিকা উভয়ই হতে পারে। যথা,

যে যায় তাকে সে ধমকায়।

এখানে ব্যবহৃত গৌণকর্মখণ্ডটি সমাপিকা ক্রিয়ার।

ঘ. **হিতসাধনমূলক কর্মখণ্ড** (Benefactive Objective)— কোনো কিছু উপকার করার বিষয় এখানে থাকে। যেমন,

যে খায় তাকে খেতে দাও।

এই জাতীয় কর্মখণ্ড সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে থাকে।

ঙ. **কর্তার বিশেষক-খণ্ড** (Subject attribute clause)—সমাপিকা-অসমাপিকা উভয় প্রকার বাক্যখণ্ডই কর্তার বিশেষক খণ্ড হতে পারে। যথা—

খুব চালাক চতুর লোকটা এখানে আসবে।

চ. **কর্মর বিশেষক খণ্ড** (Object attribute clause)— কর্মকে বিশেষিত করে। সমাপিকা-অসমাপিকা উভয় ধরনের বাক্যখণ্ডই হতে পারে।

ছ. **বিধেয়-পুরকখণ্ড** (Predicator complement clause) — বিধেয় পূরক বাক্যখণ্ড হিসাবে যে বাক্যখণ্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন—

তুমি কি কিছু মনে করবে যদি এখন খেতি বসি !

এ ধরনের বাক্যখণ্ড সমাপিকা-অসমাপিকা উভয় প্রকারের-ই হতে পারে।

জ. **ক্রিয়া বিশেষণ খণ্ড** (Adverbial Clause)— ক্রিয়াবিশেষণ খণ্ড সমাপিকা, অসমাপিকা এবং ক্রিয়াহীন—এই তিন ধরনেরই হতে পারে। যেমন—

যদি এটা সে বিশ্বাস করে তবে সে পাগল।

বাংলা ভাষায় মোটামুটি এই আট ধরনের বাক্যখণ্ড হতে পারে।

৮.৪ উদ্দেশ্য - বিধেয় সংগঠন

৮.৪.১ উদ্দেশ্য

প্রথানুসারী ভাষাবিজ্ঞানে একটি বাক্যকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়। একটি হল উদ্দেশ্য (subject) অন্যটি হল বিধেয় (Predicate)। উদ্দেশ্য ও বিধেয় নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানে নানা ধরনের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। আর সেই সংজ্ঞা থেকে প্রধান কতকগুলি দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় এমন ভাব প্রকাশক শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে বাক্যের উদ্দেশ্য বলা হয়। যেমন, 'সে এখানে আসবে না'—এই বাক্যে 'সে' হল উদ্দেশ্য। আবার 'এ দিকের ঘরে বসে থাকা ওই লম্বা-

রোগা-কালো ধূর্ত লোকটা কথা বলছে' বাক্যে 'এ দিকের ঘরে বসে থাকা ওই লম্বা-বোকা কালো ধূর্ত লোকটা' হল উদ্দেশ্য।

ট্রাস্ক (Trask) উদ্দেশ্য বলতে একধরনের ব্যাকরণগত সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "In English, the subject is usually (not always) the first noun phrase in the sentence, and it is the only noun phrase the vdrb ever agrees with (English does not have much agreement, of course)." [Trask, 1997, A Students Dictionary of Language and Linguistics, p. 211]" ইংরেজি ভাষায় সাধারণত বাক্যের প্রথম বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছকে উদ্দেশ্য বলা হয়। সবসময়ে যে প্রথম বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ হবে এমন নয়। বাক্যে এটিই একমাত্র বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ যার সঙ্গে ক্রিয়াপদের সাযুজ্য (agreement) আছে। অবশ্য ইংরেজি ভাষায় খুব বেশি সাযুজ্য সব জায়গায় নেই—একথাও ঠিক। ট্রাস্ক উদ্দেশ্যকে আন্বয়িক গঠন হিসেবে দেখেছেন। এবং বলেছেন, "Like all grammatical relations, subject is identified by its grammatical behaviour, not by its meaning, and it is not true that a subject necessairly represents the doen of an action." [Ibid]

অর্থাৎ বাক্যের ব্যাকরণগত আচরণ বা কাজ দিয়ে 'উদ্দেশ্য' বোঝা যায়। অর্থ অনুসারে উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। কোনো কাজ যে করছে তাকে বা সেই কর্তাকে উদ্দেশ্য বলা হবে—এমনটা সব সময় ঘটে না। যেমন, 'এই নোংরা জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া উচিত' বাক্যের উদ্দেশ্য হল 'এই নোংরা জিনিসপত্র'। বাক্যের উদ্দেশ্য পদ কোনো কাজ করছে না। সুতরাং বাক্যের ব্যাকরণগত আচরণ অনুসারে এটি উদ্দেশ্য কোনো কাজ করছে না। সুতরাং বাক্যের ব্যাকরণগত আচরণ অনুসারে এটি উদ্দেশ্যপদ। অর্থগত ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৮.৪.২ বিধেয়

উদ্দেশ্য পদের মতো বিধেয় পদেরও অজস্র সংজ্ঞা পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বলা যায়। বাক্য সম্বন্ধে যা উক্ত হয় সেই ভাবজ্ঞাপক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ হল—বিধেয়।

আবার, কর্তা সম্বন্ধে বিবৃতিকে বিধেয় বলা হয়।

যেমন, 'আমি এখানে থাকব না' বাক্যের কর্তা হল—'আমি' আর সে সম্পর্কে বিবৃতি হল—'এখানে থাকবো না।' সুতরাং এটি হল বিধেয়।

একটি ক্রিয়াপদ নিয়ে গঠিত বিধেয় হল - সরল বিধেয়। যেমন, 'এ বাড়ির লোকেরা যাবে' 'যাবে' এই একটি মাত্র ক্রিয়াপদ নিয়েই বিধেয়টি গঠিত। তাই এটি সরল বিধেয়।

ক্রিয়া এবং অন্যপদের সমবায়ে গঠিত বিধেয় পদকে পূর্ণ বিধেয় বলে। যেমন, 'এ বাড়ির লোকেরা বনে যাবে।' এখানে 'বনে যাবে' পূর্ণ বিধয়। একাধিক সম্পূরক, সম্পূরক বিশেষক প্রভৃতি যুক্ত হয়ে পূর্ণ বিধেয় জটিল রূপ নিতে পারে। যেমন,

'সে আজ সকালে সবাই যখন ঘরে শীতে কাঁপছে তখন সেই ঘন কুয়াশা মাখা অন্ধকার, ভিজে স্যাঁতসেঁতে রাস্তার ওপর দিয়ে আপমনমনে গান গাইতে গাইতে লাল সূর্য দেখার আশায় হেঁটে যাচ্ছিলো।'

এখানে 'সে' হল উদ্দেশ্য। আর বাকি সব অংশটাই হল বিধেয়।

ট্রাস্ক বিধেয় বলতে বাক্যের গঠনকে বুঝিয়েছেন। অর্থকে নয়। ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছকে তিনি বিধেয় হিসাবে দেখান। [Trask, 1997, p-174]

প্রথাগত উদ্দেশ্য-বিধেয় ধারণাকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা। আর প্রথাগত সংজ্ঞায় যখন অর্থকে জোরে দেওয়া হয়েছে এঁরা তখন জোর দিয়েছেন গঠনকে বা পদ ভূমিকাকে।

চমস্কি (Noam A. Chomsky) প্রবর্তিত সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব গ্রহণ করে এই উদ্দেশ্য বিধেয় ভাগটি তাঁরা দেখেছেন। চমস্কির সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করেছি। এখানে আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে উদ্দেশ্য বিধেয় গঠনটি বোঝবার জন্য একটি রেখাচিত্র দেওয়া হল।

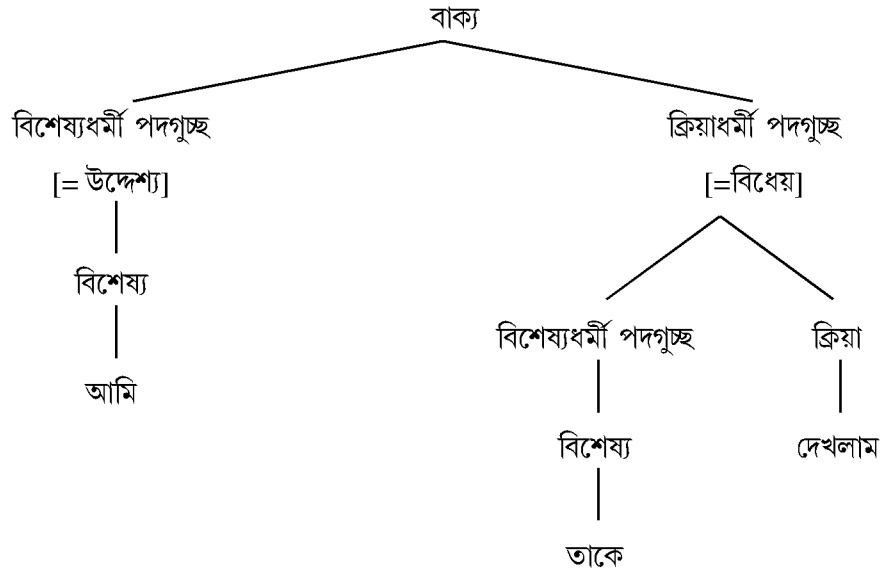

এভাবেই আমরা দেখতে পাই — গঠন অনুসারে উদ্দেশ্য হলো বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ। আর বিধেয় হল — ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে অবশ্য উদ্দেশ্য-বিধেয় গঠন-এর থেকে গুরুত্ব দেওয়া হলো পদগুচ্ছ গঠনকে। পদগুচ্ছ গঠন নিয়ে আমরা সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

৮.৫ সম্পূরক

ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করবার জন্য যে পদ বা পদগুচ্ছ ব্যবহার করা হয় তাকে সম্পূরক (Complement) বলা হয়। যেমন, 'লোকটা বুদ্ধিমান'—এ বাক্যে বুদ্ধিমান বিশেষণটি বাক্যের কর্তাকে বিশেষিত করছে তাই এটি বিধেয় বিশেষণ বা বিশেষণীয় সম্পূরক। আরো উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে,

ছেলেটা খুব একটা চালাক চতুর নয়।

ভদ্রমহিলাটি একজন সবজি বিক্রেতা

শেষ উদাহরণটিতে 'একজন সবজিবিক্রেতা' বিশেষ্যপদটি বাক্যের কর্তাকে নির্দেশ করছে। তাই এটি কর্তা সম্পূরক।

৮.৫.১ সম্পূরক বাক্যখণ্ড

যে বাক্যখণ্ড শব্দ দিয়ে ব্যাকরণগত একটি গঠন তৈরি করে তাকে সম্পূরক বাক্যখণ্ড (Complement Clause) বলে। সম্পূরক বাক্যখণ্ডকে সম্পূরক বাক্যও বলা হয়। স্মিথ ও উইলসন বলেন,

"When the Subject, direct object or other NP constitutent of a sentence is itself a sentence, as in :

That he kissed her made Mary think she was beautifyl.

it is referred to as a sentential complement." [Smith & Wilson : 1979, Modern linguistics, p. 272]

অর্থাৎ, যখন কোনও বাক্যের কর্তা, মুখ্য কর্ম বা অন্য কোনো বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ একটি বাক্যখণ্ড বা বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে সম্পূরক বাক্যখণ্ড বাক্য বলা হয়। যেমন, ইংরেজি উদাহরণটিতে 'That he kisser her' এবং 'She was beautiful' সম্পূরক বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা বাক্য যথা, হাসান হোসেন, যাঁরা একদিন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলেন তাঁদের কথা আজ বলব। এখানে, 'যাঁরা একদিন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিল তাঁদের' সম্পূরক বাক্য।

৮.৫.২ বাক্য যোজক

সম্পূরক বাক্যখণ্ড বা বাক্য যে শব্দ দিয়ে যুক্ত করা হয় তাকে বাক্যযোজক (Complementizer) বলে। ইংরেজি ভাষায় that, whether প্রভৃতি শব্দ সম্পূরক বাক্যখণ্ডকে যুক্ত করে। যেমন,

I don't know whether Susie can drive.

বাংলা ভাষায় যে, যেমন, যেমনটা, যখন, যাবো, ভাবা, যার-তার, যখন-তখন, যে-সে প্রভৃতি শব্দ, প্রতিনির্দেশক ব্যবহার করে সম্পূরক কাব্যখণ্ড যুক্ত করা হয়। যেমন,

ওই লোকটা যে কাল এসেছিল চলে গেছে।

এই জামাটা যেমন জামা তুমি সচরাচর পরোনা কাল কিনে এনেছি।

আজ সকালে যখন সূর্য উঠেছে তখন বৃষ্টির কথা না বলাই ভালো।

৮.৬ কারক বিভক্তি

ভারতীয় ব্যাকরণে কারককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কারক কে অনেকে রূপতত্ত্বের অন্তর্গত করতে চান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারকের আলোচনা অন্বয়তত্ত্বের মধ্যে হওয়াই সঙ্গত। সংস্কৃত ব্যাকরণে কারক বলতে বোঝানো হয়েছে 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্বা' অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে পদের সম্পর্ক বা অন্বয়কে কারক বলে। ইংরেজি ব্যাকরণে পাওয়া যায় Case-এর কথা। Case বলতে বোঝায়

"Specific syntactic relation between nouns (and nominal groups) and other sentence constitutents." [Robins, R. H. 1964 (1989), General Linguistics, p. 230)

ভাষাবিজ্ঞানে পদের সঙ্গে পদের আন্বয়িক সম্পর্ক বা পদের ব্যাকরণগত কাজকে বা ভূমিকাকে কারক বলা হয়।

প্রথানুসারী ব্যাকরণে রূপতত্ত্বগত কারক বলতে বিভক্তি শ্রেণি অর্থাৎ যার দ্বারা কারক চিহ্নিত হয় তাকেই বোঝায়। কারক-বিভক্তি সাধারণভাবে বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এক এক ভাষায় এক এক সংখ্যক কারক। যেমন, প্রাচীন সংস্কৃতে কারক ছিল ৭টি। প্রাচীন গ্রিসে ছিল ৫টি কারক। প্রাচীন ফরাসিতে দুটি। লাতিনে ৭টি। রুশ ভাষায় ১০টি। হাঙ্গেরির ভাষায় ছিল ১৮টি।

রূপতত্ত্বগত কারক অর্থাৎ বিভক্তি চিহ্ন দ্বারা নির্ধারক কারক নানা শ্রেণিতে হতে পারে। ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগুলিতে কারক অনেকটা নিম্নরূপ আচরণ বা ভূমিকা পালন করে।

ক. কর্তৃ (Nominative)	ঃ	ব্যাকরণগত কর্তা
খ. কর্ম (Accusative)	ঃ	মুখ্য কর্ম
গ. সম্প্রদান (Dative)	ঃ	গৌণ কর্ম
ঘ. করণ (Instrumental)	ঃ	উপায়
ঙ. সম্বন্ধ (Genetive)	ঃ	নাম পদের সঙ্গে যুক্ত

এই ভূমিকাগুলির একটির ওপর আরেকটি চাপতে পারে। যেমন রুশ ও সংস্কৃত ভাষাতে করণ কারকে কর্তাকেও চিহ্নিত করতে পারে। ভূমিকা বা আচরণের এই মিশে যাওয়াকে Syncretism বলে।

প্রথানুসারী বাংলা ব্যাকরণে ছটি কারকের কথা বলা হয়েছে। কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। সম্বন্ধকে কারক বলা হয়নি। পদ বলা হয়েছে। কর্ম ও সম্প্রদান-এর বিভক্তিগত পার্থক্য নেই। তাই বলা হয়েছে সাধারণভাবে দিলে হবে কর্ম কারক। যেমন রামকে দাও। আর নিঃস্বার্থভাবে দিলে হবে সম্প্রদান কারক। যেমন ভিখারিকে বস্ত্র দাও। ব্যাকরণগত আচরণ না দেখে মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে কারকের শ্রেণি নির্ণয় করা সঙ্গত নয়। তাই সম্প্রদান কারক নামক পৃথক একটি শ্রেণিতে আমরা গ্রহণ করব না।

বাংলা ভাষায় করণ এবং অপাদান কারকের কোনো বিভক্তি চিহ্ন নেই। অনুসর্গ যোগ করে এই দুটি কারক তৈরি করা হয়। তাই এই দুটি শ্রেণিকে গ্রহণ করা হয় না। আর ভাষাবিজ্ঞানীগণ চারটি কারককে স্বীকার করেন। এগুলি হল—কর্তৃ, কর্ম, করণ-অধিকরণ ও সম্বন্ধ।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে ড. পবিত্র সরকার বিভক্তি এবং অনুসর্গ উভয়কেই গ্রহণ করতে চান কারক-চিহ্ন (Case Marker) হিসাবে। আর কারকচিহ্ন না থাকায় কর্তৃকারককে মূল ধরে তিন ভাবে কারক গঠিত হচ্ছে বলে জানান।

ক. বিভক্তি যোগ। রামকে, ঘরের, জীবনে ইত্যাদি।

খ. অনুসর্গ যোগ। গাছ থেকে, ঘর হতে ইত্যাদি।

গ. বিভক্তি অনুসর্গ যোগ। তাকে দিয়ে, তোর দ্বারা ইত্যাদি

এভাবে তিনি কর্ম, সম্বন্ধ, অধিকরণ, অপাদান এবং করণ—এই পাঁচটি কারককে গ্রহণ করেছেন [সরকার, বহু বচন পত্রিকা, ১৯৯৮, পৃ-৯৬]

অন্তর্নিহিত কারক সব ভাষাতেই আছে বলেই মনে করনে অ্যান্ডারসন [Anderson, 1971, The

Grammar of Case, pp. 19]। তিনি জানান বাক্যর অধোগঠনে (Deep Structure) থাকে শব্দার্থতত্ত্বগত প্রকাশ। কারক সম্পর্কিত ধারণা সেখান থেকেই গ্রহণ করা হয়। বাংলা ভাষার কারকগুলি এখানে এক এক করে আলোচনা করা হবে।

ক. কারক-চিহ্ন হীন।

কর্তৃকারক

কারক-চিহ্ন ব্যবহৃত না হলেও অর্থগত দিক দিয়ে এটি কারক। একে আন্বয়িক কারকের অন্তর্গত করা যেতে পারে। কারণ, কাজ বা আচরণ বা ভূমিকা যিনি পালন করছেন তিনিই বাক্যের কর্তা। কর্তায় শূন্য বিভক্তি বলা যায়। কিন্তু শূন্য বিভক্তি বলে কোনো বিভক্তি নেই। সংস্কৃত ভাষায় বিভক্তি বাংলা ভাষায় লোপ পেয়েছে এরকম ধারণা করা সঙ্গত নয়। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে কর্তৃকারক কারকচিহ্নহীন আন্বয়িক কারক হিসাবে দেখাই যুক্তিসংগত। অনির্দিষ্ট কর্তায় কারক চিহ্ন আছে। যেমন, লোকে বলে। পাখিতে খেয়েছে। এই বিভক্তিগুলি হল-এ (-য়ে, য়), -(এ) তে বিভক্তি।

খ. কারক-চিহ্ন যুক্ত।

কর্মকারক।

পরেশচন্দ্র মজুমদার জানান যে মুখ্য কর্ম কারকও বিভক্তিহীন। গৌণ কর্ম বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত। বিভক্তিহীন রূপই কিন্তু কর্মকারকের - অচেতন - চেতন নির্বিশেষে সমস্ত মুখ্যকর্মের প্রকৃতরূপ।

[পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৯৩, বাংলা ভাষা পরিক্রমা, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯২]

মুখ্যকর্ম - বিভক্তিহীন। সে বই কিনবে। তুমি মাছ কুটবে।

অবশ্য নির্দেশক প্রত্যয় যোগ করে তারপর বিভক্তি যোগ হতে পারে। যথা—তুমি মাছটাকে ভেজে আবার মশলা দেবে। গৌণ কর্ম বিভক্তি যুক্ত। আমি তোমাকে বলব না। সে ভিখারিকে পয়সা দেবে।

সম্বন্ধ কারক।

সম্বন্ধ কারক না বলে সম্বন্ধ পদ বলা হত। ক্রিয়ার সঙ্গে এই পদের অন্বয় তৈরি হয় না বলেই সম্বন্ধ পদকে কারকের অন্তর্গত করতে চাননি অনেকে। ভাষাবিজ্ঞানে পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই সম্বন্ধ বিভক্তি - 'র' বা '-এর' যোগ করে সম্বন্ধ কারক তৈরি করা হয়। যেমন, রাম-এর ভাই যাবে। সম্বন্ধকারক বাক্যে পৌনপুনিকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

রাম-এর ভাই-এর বন্ধু-র ছেলের সঙ্গে দেখা হল।

অধিকরণ কারক।

স্থান, কাল, পাত্র প্রভৃতি অবস্থান বোঝাতে অধিকরণ কারক হয়। এর বিভক্তি হল - 'এ', 'তে'। সে ঘরে এলো। বনেতে বাসা বেঁধেছে সে। গাছেতে সে বসে ছিল।

গ. কারক-চিহ্ন হিসাবে অনুসর্গ ব্যবহার।

অপাদান কারক

সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চমী বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। বাংলায় হতে (হইতে), থেকে (থাকিয়া), প্রভৃতি অনুসর্গ যোগ করা হয়। কোনও পূর্ব অবস্থান বোঝাতে অপাদান কারক হয়। যথা, গাছ থেকে সে নেমে এল। ঘর হতে বেরোল।

ঘ. কারক-চিহ্ন হিসাবে বিভক্তি + অনুসর্গ যোগ করা।

করণ কারক

দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক প্রভৃতি অনুসর্গ যোগ করে করণ কারক হয়। আর সেই অনুসর্গ যোগ করার সময় বিশেষ্য পদটিতে '-র' বা '-কে' বিভক্তি যোগ করতে হয়। যথা,

তার দ্বারা কাজটি হবে না। তোকে দিয়ে এসব হবে কি? '-কে' বিভক্তি যোগ করলে তা প্রযোজক হয়ে যায়।

'বিভক্তি + অনুসর্গ' আরও কিছু ক্ষেত্রে যোগ হয়। যেমন—

তার চেয়ে সে ভালো। আমার থেকে কিসে ভালো?

এ ধরনের সম্পর্ককে অপাদান কারক বলাই ভালো। ফলে, অপাদানকারক দুভাবে গঠিত হতে পারে। আবার আমার জন্যে আসতে চাইছে। রামবাবুর জন্যেই এইসব গণ্ডগোল বাঁধল।

একে নিমিত্ত কারক বলা প্রয়োজন।

নদীর মধ্যে সে সাঁতরে গিয়েছিল। জালের মধ্যে মাছ নেই।

অবস্থান বোঝাতে অধিকরণ কারক হওয়াই সংগত।

ক্রিয়াবিশেষ্যর সঙ্গে কারক আবার যুক্ত হতে পারে। যথা,

যাওয়ার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। ওখানে যাওয়াটাকে সে মেনে নেয়নি। গান গাওয়াতে বাধা পড়ল। সে চলে যাওয়াতে তার খুব ক্ষতি হল।

এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারকের বিভক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু সেই বিভক্তি অনুসারে সবসময়ে সেই কারকের অর্থ প্রকাশ করছে না।

পবিত্র সরকার এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, বাংলা ব্যাকরণে একই বিভক্তি বা প্রত্যয়কে নানা বিচিত্র কাজে লাগানো হয়। বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানীরা একে বাংলা ব্যাকরণের economy বা সাশ্রয় কোটা বলে মনে করেছেন [পবিত্র সরকার, ১৯৯৮]।

কারক চিহ্ন হিসাবে বিভক্তি ও অনুসর্গ উভয়ই ব্যবহার করা যায় একথা বলাই ভালো! আমরা দেখলাম কোনও একটি কারকে একই রকম কারক-চিহ্ন যে ব্যবহৃত হবেই একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

৮.৭ সারাংশ

প্রথানুসারী অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের অন্বয়গত কয়েকটি দিক দিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। একটি বাক্যখণ্ড দিয়ে একটি ছোটো বাক্য তৈরি হয়। একটিমাত্র প্রধান ক্রিয়াযুক্ত আন্বয়িক গঠনকে বাক্যখণ্ড বলা হয়। ব্যবহার অনুসারে অধীন ও স্বাধীন এই দু প্রকারের বাক্যখণ্ড পাওয়া যায়। গঠন অনুসারে ও ভূমিকা অনুসারে আরো নানা ধরনের বাক্যখণ্ড পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় যুক্ত গঠনকে বাক্য বলা হয়। বর্তমানে উদ্দেশ্য বিধেয় সংগঠনের থেকে পদগুচ্ছ সংগঠনকে গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করার জন্য যে পদগুচ্ছ ব্যবহার করা হয় তাকে সম্পূরক বলে। সম্পূরক বাক্যখণ্ড বা বাক্য যে শব্দ দিয়ে যুক্ত করা হয় তাকে বাক্যযোজক বলা হয়। বাংলা ভাষায় যে, যেমন, যখন ইত্যাদি নানা প্রকার বাক্যযোজক ব্যবহৃত হয়।

কারক বিভক্তি নিয়ে ভারতীয় এবং লাটিন উভয় প্রকার ব্যাকরণের মডেল বাংলা ব্যাকরণে অনুসরণ করবার চেষ্টা হয়েছে। ফলে নানা জটিলতা কারক-বিভক্তিকে কেন্দ্র করে অবস্থিত। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে কারকতত্ত্ব নামক একটি বিশেষ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে পবিত্র সরকার বিভক্তি-অনুসর্গ ইত্যাদিকে কারক চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এবং কারক চিহ্ন অনুসারে তিন ধরনের কারকের কথা বলেছেন—বিভক্তিযোগ, অনুসর্গযোগ এবং বিভক্তি + অনুসর্গ যোগ। আমরা এর সঙ্গে কারক চিহ্নহীন কর্তৃপক্ষকেও যুক্ত করব।

৮.৮ অনুশীলনী

১. সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

ক. বাক্যখণ্ড-র প্রকার খ. বাক্যখণ্ডর গঠনগত শ্রেণি গ. উদ্দেশ্য ঘ. বিধেয় ঙ. সম্পূরক বাক্যখণ্ড চ. বাক্য যোজক ছ. কারক চিহ্ন হিসাবে বিভক্তি যুক্ত কারক জ. কারক চিহ্ন হিসাবে অনুসর্গযুক্ত কারক।

২. বাক্যখণ্ড কাকে বলে ? বাংলা বাক্যখণ্ডর বিভিন্ন প্রকার গঠন নিয়ে আলোচনা করুন।

৩. ব্যবহার অনুসারে, গঠন অনুসারে এবং ভূমিকা অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের বাক্যখণ্ড নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. উদ্দেশ্য বিধেয় সংগঠনের গুরুত্ব কোথায় আলোচনা করুন।

৫. সম্পূরক কাকে বলে ? সম্পূরক বাক্যখণ্ড ও বাক্য যোজক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. কারক কাকে বলে ? বাংলা কারকগুলির পরিচয় দিন।

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৯২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন।

চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার, ১৯৪৮, ব্যাবহারিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, ১৯৭৫, বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা ১৯৪২, ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ।

মজুমদার পরেশচন্দ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম), সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

ঐ ২য় খণ্ড ঐ